''স্বমানের স্মৃতির সুইচ অন থাকলে দেহবোধের অন্ধকারের সমাপ্তি''

আজ অকালমূর্ত বাবা অকাল আসনধারী, বিশ্ব কল্যাণের মুকুটধারী, ললাটে ঝলমলে বিন্দুর তিলকধারী বাচ্চাদের দেখছেন। প্রত্যেকেই আসনধারীও, মুকুটধারীও, সকলেরই তিলক ঝলমল করছে। সকলের ললাটের মাঝে আত্মা বিন্দু নক্ষত্রসম দৃশ্যমান। তোমরা সবাইই নিজের আসন, মুকুট আর তিলক দেখছ। বাপদাদার, সভার সবাইকে মুকুট আর তিলকধারী সিংহাসনাসীন প্রতীয়মান হচ্ছে। এটা অলৌকিক সভা, কলিযুগী রাজ্যসভা আর সত্যযুগী রাজ্যসভা থেকে কত স্বতন্ত্র আর অনুপম! তো এমন সভার অধিকারী আত্মারা কত প্রিয় ও সুন্দর! তোমাদের সকলের নিজস্ব এই আসন, মুকুট আর তিলকধারী স্বরূপ প্রিয় লাগে, তাই না। যখন অকাল তখতাসীন, অকালমূর্ত, শ্রেষ্ঠ আত্মা এই স্থিতিতে স্থিত হয়ে আসনে বসো তখন এই স্থিতি কত শ্রেষ্ঠ! সকলের শ্রেষ্ঠ স্থিতির ঝলকানি এই মুখমণ্ডলকে ফরিস্তা বানিয়ে দেয়। সাধারণ মুখ নয়, ফরিস্তা মুখ। তো ফরিস্তা মুখ কত সুন্দর ও প্রিয়! ফরিস্তা সকলের খুব প্রিয় লাগে, কারণ ফরিস্তা সকলের হয়, শুধু এক-দুইয়ের জন্য নয়। তাদের দৃষ্টি অসীম জগতের, বৃত্তি অসীম জগতের, স্থিতি অসীম জগতের। ফরিস্তা সকল আত্মার প্রতি পরমাত্ম-বার্তাবাহক। ফরিস্তা সদা উড়তি কলার। ফরিস্তারা সকলের সম্বন্ধ এক বাবার সঙ্গে জুড়ে দেয়। ফরিস্তা অর্থাৎ ডবল লাইট। দেহ আর দেহের সম্বন্ধ থেকে পৃথক, হাল্কা । ফরিস্তা অর্থাৎ যে নিজের আচার-আচরণ আর চেহারা দ্বারা সবাইকে বাবা সমান বানায়। ফরিস্তা অর্থাৎ সহজভাবে আপনা থেকেই অনাদি এবং আদি সংস্কার ইমার্জ রূপে দেখায়। ফরিস্তা অর্থাৎ যার নিমিত্ত ভাব, নির্মান স্বভাব আর সকলের প্রতি কল্যাণের শ্রেষ্ঠ ভাবনা থাকে। এরকম ফরিস্তা তোমরা, তাই না? নেশার সাথে বলো আমরা হবো না তো কে হবে! নেশা আছে তো না! তো বাপদাদা এই রকম ফরিস্তাদের দরবার দেখছেন। শুধু এই স্বমানে স্থিত থাকায় দেহবোধ আপনা থেকেই সমাপ্ত হয়ে যাবে।

বাবা দেখেন যে, বাচ্চারা দেহবোধকে ছাড়ার জন্য অনেক পরিশ্রম করে। দেহবোধের এক রূপকে ছাড়ে তো দ্বিতীয়টা এসে যায়, দ্বিতীয়টা ছাড়ে তো তৃতীয়টা এসে যায়। কিন্তু ছেড়ে দেওয়া সবসময়ই মুশকিল হয় আর ধারণ করা সহজ হয়। তাইতো বাপদাদা বলেন, সদা স্বমানে থাকো। যেখানে স্বমান থাকে সেখানে দেহবোধ আসতে পারে না। সুতরাং ছেড়ে দেওয়ার পরিশ্রম ক'রো না, বরং স্বমানে স্থিত থাকার অ্যাটেনশন রাখো, আর সঙ্গমযুগে স্বয়ং বাবা দ্বারা কত ভালো ভালো স্বমান তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছে। প্রাপ্ত করতে হবে না, প্রাপ্ত হয়ে আছে। নিজেদের স্বমানের লিস্ট বের করো। কত বড় লিস্ট! সারা কল্পে যে কোনো খ্যাতনামা আত্মার যতই স্বমান অর্থাৎ টাইটেলস হোক, হতে পারে তা' রাজনেতা বা অভিনেতা কিংবা ধর্মাত্মা বা মহান আত্মা, তাদের যদি টাইটেল গুন্তিও করো, তবুও তোমাদের স্বমানের লিস্ট থেকে বেশি হতে পারে? আর রোজ সকাল সকাল বাপদাদা স্বমানের স্মৃতি মনে করিয়ে দেন, স্বমানে স্থিত করান। যদি রোজই নতুন থেকে নতুন একটা স্বমান স্মৃতিতে রাখো তবে স্বমানের সামনে দেহবোধ এমনভাবে পালিয়ে যায়, যেমন আলোর সামনে অন্ধকার সরে যায়। না সময় লাগে, না পরিশ্রম লাগে। সুতরাং বারবার ভিন্ন ভিন্ন দেহবোধকে শেষ করে দেওয়ার জন্য পরিশ্রম কেন করো? স্বমানের স্মৃতির সুইচ অন করতে জানো না কি? যতই ঘন কালো মেঘ সূর্যের আলোকে লুকিয়ে রাখুক না কেন, কিন্তু তোমাদের কাছে অটোমেটিক ডায়রেক্ট পরমাত্ম-লাইটের কানেকশন আছে। ডায়রেক্ট লাইন আছে তো না? লাইন ক্লিয়ার আছে নাকি লিকেজ রয়েছে। হয়তো কারও কাছে লিঙ্ক আছে কিন্তু লিকেজ হয়ে যায়। তো ডায়রেক্ট লাইন কত পাওয়ারফুল হয়! ডায়রেক্ট কানেকশন আছে নাকি ইন-ডায়রেক্ট আছে? সবার ডায়রেক্ট লাইন আছে তো না? ডায়রেক্ট লাইন সকলের প্রাপ্ত হয়েছে? তাহলে তো একটা মেঘ কি, সমস্ত মেঘও যদি এসে যায়, অন্ধকার করতে পারবে কি? স্মৃতির সুইচ ডায়রেক্ট লাইন দ্বারা অন করলে এত লাইট এসে যাবে যে, স্বয়ং তো লাইটের মধ্যে থাকবেই, কিন্তু অন্যান্যদের জন্যও লাইট হাউস হয়ে যাবে। এরকম হয় তো না? তোমরা অনুভাবী, তাই না? কিন্তু কখনো কখনো অনুভবকে পাশে সরিয়ে রাখো। আনুকূল্য প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু কখনো কখনো আনুকূল্যে থাকার পরিবর্তে নিজেরা সরে যাও। পরিশ্রম লাগে কি? সদা লাগে না, কখনো কখনো লাগে! সুইচ অন করতে কি ভুলে যাও? বাস্তবে, মাস্টার সর্বশক্তিমান, এই একটা স্বমানও যদি মনে থাকে তবে পরিশ্রমের কোনো ব্যাপারই নেই। মার্গ পরিশ্রমের নয়, কিন্তু হাই ওয়ের পরিবর্তে অলিগলিতে চলে যাও কিংবা গন্তব্যের লক্ষ্য থেকে আরও সামনে এগিয়ে যাও, তাইতো ফিরে আসার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। বাপদাদা সদা আপন স্নেহ আর সহযোগের কোলে বসিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। কোলে বসে গন্তব্যে পৌঁছানোতে কেন মুশকিল হয়? স্নেহ আর সহযোগের কোল থেকে বের হয়ে কখনো অন্য কিছু আকর্ষণ করে সেইজন্য চক্কর দিতে বেরিয়ে যাও। ক্লান্তও হয়ে যাও, তারপর পরিশ্রমও অনুভব করো। তাহলে, এই বছরে কী করবে?

পরিশ্রম সমাপ্ত। স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসায় (লভ) লীন হয়ে যাও, লভলীন হয়ে সর্ব কার্য করো। যে লীন হয়ে যায় তার আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, আকর্ষণ করে না। তাইতো ভালোবাসার আনন্দে থাকো। এমন কী কেউ আছে যে বলবে, বাবার প্রতি আমার প্রীতি নেই, লভ নেই! সবার লভ আছে তো না! কিন্তু কখনো তোমরা লভ-এ থাকো, কখনো লাভ-এ লীন থাকো। নয়তো দেখ, মন-বুদ্ধি দ্বারা তোমাদের স্থিতিতে সর্ব-সম্বন্ধে বাবার সাথ রয়েছে। সাথ রয়েছে আর সেবাতে সবসময় বাবা তোমাদের সাথী। তো স্থিতিতে সাথ আছে আর সেবাতে সাথী। যেখানে সদা সাথও আছে আর সাথীও আছেন, তাহলে সেখানে মুশকিল কি আছে! পরম আত্মার মহিমাই আছে, তিনি মুশকিলকে সহজ করেন। এমন বাবা তোমাদের সাথে আছেন এবং তিনি তোমাদের সাথী, তো মুশকিল কী হতে পারে? তাহলে কেন মুশকিল বানাও তোমরা?

সময় অনুসারে বাবা স্বয়ং প্রত্যেক বাচ্চাকে সর্ব-সম্বন্ধের অফার করেন। যথা সময়ে যথাযথ সম্বন্ধের সাথে থাকো এবং তাঁকে সাথী বানাও। কোনো কোনো সময় তো সম্বন্ধের সাথে সাথী বানাও আর কোনো কোনো সময় সাথীকে একপাশে সরিয়ে দাও। তারপর আবার বলো, একাকীত্ব ফিলিং হয়। চলতে চলতে একলা মনে হয়। আর একলা হওয়াতে কী হয়? নিজের শ্রেষ্ঠ জীবন সাধারণ জীবন অনুভব হয়। তারপর বলো 'বোরিং লাইফ' হয়ে গেছে, কিছু চেঞ্জ দরকার। একদিকে, বাপদাদাকে এই ব'লে খুশি করো, আমি তো কম্বাইন্ড। কম্বাইন্ড কখনো একা হয় কী? খুব ভালো ভালো কথা বলো, বাবা আমি তো কম্বাইন্ড হয়েই আছি। ১৫-২০ বছর পার হয়ে গেলে তো বলো চেঞ্জ দরকার, একলা হয়ে গেছি। বাস্তবে, দুনিয়াতেও দেখ, লোকে যদি চেঞ্জ চায় তো কেউ সাগরের কিনারে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, কেউ মনোরঞ্জনের দিকে চলে যায়, ড্যান্স করে, কেউ গীতের আনন্দে মেতে ওঠে। কেউ কম্পানী তথা কম্প্যানিয়নের সাহচর্য খোঁজে। এই রকমই করো তো না! এই সব খেলা করো? খেলার দুনিয়ায় বাগানে চলে যাও! এখানে জ্ঞান সাগরের কিনারা, সেটা ভুলে যাও। যদি সাগর পছন্দ হয় তাহলে সাগরতীরে বসে যায়। বাবা তো জ্ঞানসাগর, তাই না। বাবা কি কম্প্যানিয়ন (সাথী) নন? তাঁর থেকে আনন্দ কি আসে না? নাকি মনে করো বিন্দু থেকে আর কি মজা আসবে! তোমাদের সবার সদা মনোরঞ্জনের জন্য ব্রহ্মা বাবাও অব্যক্ত হয়েছেন। কিন্তু এখানে তো সদার সাথী প্রয়োজন, তাই না! যখনই নিজেকে একলা অনুভব করবে তখনই সেইসময় বিন্দু রূপ স্মরণ ক'রো না। সেটা কঠিন হবে, তা'তে বোর হয়ে যাবে (একঘেয়েমিতে বিরক্ত হওয়া)। বরং নিজের ব্রাহ্মণ জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের সুন্দর অনুভবের কাহিনীগুলো স্মৃতিতে নিয়ে এসো। অনুভবের কাহিনীর বই তোমাদের সকলের কাছে আছে। যখন বোর হয়ে যাও তখন নভেলস্ পড় তো না! অতএব, নিজেরা নিজেদের কাহিনীর বই খোলো আর সেগুলো পড়ায় বিজি হয়ে যাও। নিজের স্বমানের সীটে বিজি হয়ে যাও। নিজেদের স্বমানের লিস্ট সামনে নিয়ে এসো, নিজেদের প্রাপ্তির লিস্ট সামনে নিয়ে এসো। ব্রাহ্মণ সংসারের বিচিত্র প্র্যাকটিক্যাল সব কাহিনী স্মৃতিতে নিয়ে এসো। যেভাবে নিজেকে চেঞ্জ করার জন্য সমাচার পত্র পড়ার আধার নিয়ে থাকো, ঠিক সেভাবে ব্রাহ্মণ সংসারের কত অলৌকিক সমাচার আদি থেকে এখন পর্যন্ত দেখেছ বা শুনেছ। সমাচার পত্রও তোমাদের কাছে আছে। অনেকের তো সমাচার পত্র না পড়লে মানসিক শান্তি আসে না। পেপারও তোমাদের কাছে আছে। পেপার পড়ো। তোমরা স্বরলিপি আর ড্যান্স করতে তো জানোই। বিনা ক্লান্তিতে তোমরা ড্যান্স করো। মন্মনাভব হওয়াই সবচাইতে বড় মনোরঞ্জন, কারণ সর্ব-সম্বন্ধের রস বা অনুভূতি করাই মন্মনাভব। শুধু বাবার রূপে কিংবা বিশেষ তিন রূপের সম্বন্ধের অনুভব নয়, বরং সর্ব-সম্বন্ধের দ্বারা স্নেহের অনুভব করতে পারো। সম্বন্ধে স্মরণ তো করো কিন্তু ফারাক কী হয়ে যায়, এক হলো বুদ্ধি দ্বারা নলেজের আধারে সম্বন্ধকে স্মরণ করা, আরেক হলো হৃদয় (পরম বুদ্ধি) থেকে সেই সম্বন্ধের স্নেহে, লভ-এ লীন হয়ে যাওয়া। অর্ধেক তো করো বাকী অর্ধেক থেকে যায়, সেইজন্য অল্প সময় তো ঠিক থাকো, অল্প সময় বাদে শুধু বুদ্ধি দ্বারা যখনই সম্বন্ধ স্মরণ করেছ তখনই বুদ্ধিতে অন্য বিষয় চলে আসায় হৃদয় পরিবর্তন হয়ে যায়। তারপরে পরিশ্রম করতে হয়। এরপরে কী বলো — আমি তো স্মরণ করছি বাবা আমার কম্প্যানিয়ন, কিন্তু কম্প্যানিয়ন তো সম্বন্ধের দায়িত্ব পালন করেননি! কিছু অনুভব তো হয়নি! এই সব বুদ্ধি দ্বারা স্মরণ করেছ। হৃদয়ে স্নেহকে সমাহিত করনি। যখনই কোনও বিষয় বুদ্ধিতে আসে তখন তা' বেরিয়েও যায় তাড়াতাড়ি। কিন্তু হৃদয়ে যদি সমাহিত হয়ে যায় তা' সারা দুনিয়া হৃদয় থেকে বের করতে চাইলেও, তবুও বের করতে পারে না। সুতরাং সর্ব-সম্বন্ধকে সময় অনুসারে, যে সময় যে সম্বন্ধের আবশ্যকতা আছে, আবশ্যকতা রয়েছে বন্ধুর আর স্মরণ করবে বাবাকে তবে আনন্দ হবে না, সেইজন্য যে সময়, যে সম্বন্ধের অনুভূতি প্রয়োজন, সেই সম্বন্ধকে সস্নেহে হৃদয়ে অনুভব করো। তখন পরিশ্রমও লাগবে না আর বোরও হবে না সদা মনোরঞ্জন। তো এই বছর কী করবে?

পরিশ্রম থেকে বের হতে হবে। প্রতি মাসে শুধু ও.কে. লিখো আর কিছু লিখো না। ও.কে. থেকে বাবা বুঝে যাবেন, পরিশ্রম করা থেকে তোমরা বেরিয়ে গেছ। লম্বা লম্বা পত্র লিখো না, নয়তো বলবে পত্র তো লিখেছি, জবাব পাই না। এমন নয় যে, তোমাদের পত্র পৌঁছায় না। তোমরা পত্র লেখা শুরু করার সাথে সাথেই কম্পিউটারে আগে এসে যায়, পোস্টে পরে

পৌঁছায়। বাপদাদা প্রতিদিন মুরলীতে সবাইকে এত সব লম্বা পত্রের জবাব দেন। রোজ পত্র লেখেন। এত লম্বা পত্র কেউ লেখে! সুতরাং, দেখ নিজের এত স্বমানকে, তোমাদের সকলের প্রতি পরমাত্মার কত স্নেহ-ভালোবাসা! পরমাত্মার স্নেহ-ভালোবাসা আছে তবেই তো পত্র লেখেন অর্থাৎ মুরলীতে উত্তরও দেন আর স্মরণ-স্নেহও দেন। যদি কোনও কোশ্চেন ওঠে কিংবা কোনও সমস্যা সামনে আসে তবে মুরলী থেকে রেসপন্স পাওয়া যায়। তাহলে, আর কখনও অভিযোগ ক'রো না যে উত্তর আসেনি। বাদবাকি এটা ভালো করো, যে বিষয়ই মনে আসে তা' বাবার সামনে রাখো অর্থাৎ মন থেকে বের করে দেওয়া। তোমরা যদিও সেটা করো, তবুও শর্ট লেখ। পত্র যখনই লেখ তখনই সেই সময় মন তো হালকা হয়ে যায় তো না! কেননা, দিয়ে দিয়েছ, তাই না। আবার পরের দিনের মুরলী সেই বিধিতে দেখ, যা আমি পত্রে লিখেছি তার উত্তর কী রয়েছে! রেসপন্স পাও তো না। অসীম জগতের বাবা, সুতরাং অসীম পত্র লিখবেন, থোড়াই ছোট লিখবেন।

বাপদাদা দেখেছেন যে, চারদিকের ডবল বিদেশি বাচ্চারা গভীরভাবে একনিষ্ঠতার সাথে সেবাতে নিয়োজিত রয়েছে। প্রত্যেককে দেখছেন একে অপরের থেকে প্রিয়। যদি নাম উল্লেখ করেন তো কত নাম উল্লেখ করবেন! সেইজন্য সবাই তোমরা নিজের নামে বিশেষ সেবার রিটার্ণে অভিনন্দন স্বীকার করো। নাম নিতে শুরু করলে মালা বানাতে হবে। কিন্তু মালার সব দানা বাপদাদার সামনে আছে। সময় সময়তে অসীম জগতের সেবা আরও সফলতা সম্পন্ন হয়ে চলেছে। বর্তমান সময়ে বিদেশে বিশেষ দু'টো সেবার রেজাল্ট ভালোভাবে প্রত্যক্ষ হয়েছে। অনেক রকমের সেবা তো চলতেই থাকে, কিন্তু বিশেষ এক এই গ্লোবাল বুক, যা পরিশ্রম করে তৈরি করা হয়েছে, তার নিমিত্ত চারদিকের বিশেষ আত্মাদের সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসা সহজ হয়ে গেছে। সুতরাং যে বাচ্চারা মন-প্রাণ দিয়ে আন্তরিক ভালোবাসায় সময় দিয়েছে, সহযোগ দিয়েছে, তার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে সেবার নিমিত্ত আত্মাদের বাপদাদা পদম্ গুন অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তাছাড়া, সেইসঙ্গে এখন যে ডায়লগ বা রিট্রিট করেছ তার রেজাল্টও আগের থেকে বেশি ভালো ছিল। আর সব দেশ থেকে যারা এতে সহযোগ দিয়েছে তাদের সবাইকে অভিনন্দন। ভালো লক্ষ্য (পরিকল্পনা) রেখেছ। তো চারদিকে এই দুই ধরণের সেবার ভালোই ধুমধাম চলছে আর পরেও চলতে থাকবে। বাপদাদার স্মরণে আছে, পূর্বে বিদেশ থেকে ভি. আই. পি. দের তো বাদই দাও, আই. পি.দের নিয়ে আসাও মুশকিল লাগত। আর এখন সহজ লাগে, তাই না! তো এটা সেবার প্রত্যক্ষফল। তাছাড়া, কত-কতো-র আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছে। যাদের হাতেই বুক (বই) পৌঁছায়, তদের সকলের আশীর্বাদ কা'দের খাতায় জমা হয়? যারা নিমিত্ত হয়। হতে পারে তারা সেবার নিমিত্ত, বা বানানোর সেবার অথবা আইডিয়া বের করার বা লেখার সেবার - সবার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। তো কত আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়! অনেক আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়, তোমরা শুধু রিসিভ করো। নিজেদের মধ্যেই যদি বিজি থাকো তবে আশীর্বাদ রিসিভ করতে পারো না। আর যে সকলই আই. পি. কিংবা ভি. আই. পি. সম্পর্কে আসে, তাদের একজনই কতজনকে অনুভব শোনাবে, তো সেই সকলের আশীর্বাদ ব্রাহ্মণ আত্মাদের অনেক অনেক প্রাপ্ত হয়। যদি আশীর্বাদ রিসিভ করো তাহলেও সম্পন্ন হয়েই যাবে। ভালো বুকও বের করেছ আর এই প্রোগ্রামও খুব ভালো। আর এখন ভারতের কার (car) যাত্রার সেবা চলছে। (বিজনেস উইংয়ের ভাই-বোনেরা ১১টা কারের এক র‍্যালি (rally) রাজকোট থেকে বম্বে (মুম্বই) পর্যন্ত বের করেছে, যার দ্বারা অনেক রকমের সেবা হচ্ছে) তার রেজাল্টও খুব ভালো বের হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যদি একজনও নিমিত্ত হয়ে যায় তবে অনেকের ভাগ্য জাগাতে থাকবে। তো এই সেবার রেজাল্টও ভালো প্রতীয়মান হচ্ছে। যারাই এই সেবার নিমিত্ত, উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের সবাইকে, চারদিকের ভারতবাসী বাচ্চাদের, সহযোগী বাচ্চাদের, নিমিত্ত বাচ্চাদের বাপদাদা অভিনন্দিত করেন। পরিশ্রম নামমাত্র আর সফলতা বেশি, এখন এই রকম সেবার প্ল্যান বানাও। এই সেবাতেও এটা দেখা যায় যে, পরিশ্রম কম, রেজাল্ট বেশি। বিদেশেও এই দুই ধরনের প্রোগ্রাম একরকম। আচ্ছা।

দেশ-বিদেশের সকল সেবাতে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এগিয়ে চলা, অক্লান্ত ভাবে অন্যদের দান-বরদান দেওয়া আত্মাদের,সর্ব-সম্বন্ধের লাভ-এ লীন থাকা লাভলীন আত্মাদের, সদা সহজে অনুভব করে এবং অন্যদেরও সহজে অনুভব করানো সহজযোগী আত্মাদের, সদা নিজেকে স্বমান দ্বারা সহজে দেহবোধ থেকে মুক্ত রাখে এমন জীবনমুক্ত আত্মাদের, সদা বাবার সাথ অনুভব করে এবং সাথী অনুভব করে এমন সমীপ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বরদানঃ- নিজের আদি এবং অন্ত উভয় স্বরূপকে সামনে রেখে খুশি এবং নেশায় থেকে স্মৃতিস্বরূপ ভব

যেভাবে আদি দেব ব্রহ্মা এবং আদি আত্মা শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের মধ্যে তারতম্য দেখিয়েও উভয়কে একসাথে দেখানো হয়, ঠিক সেভাবেই তোমরা সবাই নিজের ব্রাহ্মণ স্বরূপ আর দেবতা স্বরূপ দুইই সামনে রেখে দেখ, আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত আমরা কত শ্রেষ্ঠ আত্মা হয়ে রয়েছি। অর্ধেক কল্প রাজ্যভাগ্য প্রাপ্ত করেছি আর অর্ধেক কল্প মাননীয়, পূজনীয় শ্রেষ্ঠ আত্মা হয়েছি। সুতরাং এই নেশা আর খুশিতে থাকলে স্মৃতিস্বরূপ হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- যাদের কাছে জ্ঞানের অপরিসীম ধন থাকে, তাদের সম্পন্নতার অনুভূতি হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;